সংবাদ

তারিখ ... 17 DEC 2005
পৃঃ ... ৭ ... কলাম ... ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রমোট প্রকল্পে ৪ কোটি টাকার বিল বাকি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ইউরোপিয়ান কমিশনের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত 'প্রমোট' প্রকল্পের ঠিকাদাররা গত অক্টোবর মাস থেকে কোন ধরনের বিল পাচ্ছে না। গত ২ মাসে এ প্রকল্পের অধীনে ২০টি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ৪ কোটি টাকা পাওনা, বলে অভিযোগ করেছে ইসি-অর্থায়নে 'প্রমোট' প্রকল্পের ঠিকাদার সমিতির নেতৃবৃন্দ।

গত বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'প্রমোট' প্রকল্পের ঠিকাদার সমিতি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগ করেন। অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির আহ্বায়ক শেখ তারিক আহম্মেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক ইফতেখার উদ্দিন, ইয়াহিয়া সোহেল, সদস্য- স্বপন সিংহ রায়, জসীম উদ্দিন প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির জন্য মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য ২০০০ সালে প্রমোট প্রকল্প শুরু হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৮০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৭৯টি উপজেলায় ১৭৯টি মহিলা হোস্টেল নির্মাণকাজ চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর শেষ করার সময় নির্ধারণ করা হয়।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, নির্মাণের পর ১৬৪টি হোস্টেল হস্তান্তর করা হলেও কর্তৃপক্ষ গত অক্টোবর মাস থেকে সব ধরনের বিল বন্ধ করে দেয়। পরে এ বিষয়ে প্রমোট কর্তৃপক্ষ, ইউরোপিয়ান কমিশন ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চলতি মাসের ৮ তারিখ যৌথ সভায় জানায়, বাংলাদেশ সরকারের ৫টি মন্ত্রণালয়ের কাছে ইসির টাকা পাওনা রয়েছে। এই পাওনা টাকা না পাওয়ায় ইউরোপিয়ান কমিশন চলতি 'প্রমোট' প্রকল্প থেকে সাড়ে ৯ কোটি টাকা কেটে নেয়। এ কারণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলো কোন ধরনের বিল পাচ্ছে না বলে নেতৃবৃন্দ জানান।

নেতৃবৃন্দ এ সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও ইউরোপিয়ান কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।